





# মাদানী ইনআমাত, মুক্তির পথ

সাপ্তাহিক সূনাতে ভরা ইজতিমার সূনাতে ভরা বয়ান

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الْإِكِّ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى الْإِكِّ وَأَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ  
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সন্নাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

## দরুদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে আমার উপর দুনিয়াতে অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ করে থাকে।” (আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খাতাব, ৫ম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮১৭৫)

চারি বে চারাগার পর হো দরুদ ছদ হাজার,  
বেকসু কে হামি ও গমখার পর লাখো সালাম।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## বয়ান শনার নিয়্যত সমূহ

\* দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। \* হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। \* প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। \* ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।



## صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

**হে নফস! আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় কর**

বনী ইসলাইলের এক ব্যক্তি যে খুবই ইবাদতকারী ছিল। তিনি রাতে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতে মগ্ন থাকতেন, আর দিনে ঘুরে ফিরে কিছু জিনিষ লোকদের কাছে বিক্রি করতেন। তিনি অধিক সময় নফসের হিসাব তথা (ফিকরে মদীনা) করতে গিয়ে বলেন: হে নফস! আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় কর। একদিন তিনি যথা নিয়মে রুজির অশ্বেষণে ঘর থেকে বের হলেন, আর চলতে চলতে একজন ধনীরা বাড়ির দরজার নিকটে পৌঁছলেন এবং নিজের জিনিষগুলো বিক্রি করার জন্য উঁচু আওয়াজ দিলেন। ঐ ধনী ব্যক্তির স্ত্রী যখন ঐ সুন্দর ব্যক্তিকে দরজার নিকটে দেখতে পেল, তখন তার উপর প্রেমাসক্ত হয়ে গেল। আর উনাকে বাহানা দিয়ে মহলের ভিতর চুকালেন, তারপর উনাকে বলল: হে ব্যবসায়ী! আমার মন তোমার প্রতি দুর্বল হয়ে গেছে। আমার কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে এবং জাকজমক পোশাক রয়েছে। তুমি এই কাজ ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে রেশমী পোশাক ও অনেক সম্পদ দিব। এই প্রস্তাব শুনে উনার নফস ঐ মকহিলার প্রতি বুকতে লাগল কিন্তু তিনি তাড়াতাড়ি পূর্বের অভ্যাস অনুসারে নফসকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে নফস! আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় কর। তারপর ঐ মহিলাকে জাবাব দিলেন: আমার ভিতর আল্লাহ্ তাআলার ভয় রয়েছে। ঐ মহিলা বলতে লাগল: তুমি আমার ইচ্ছা পূরণ না করে যেতে পারবেনা। তিনি পুনরায় বললেন: হে নফস! আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় কর। আর সেখান থেকে মুক্তি পাবার জন্য চিন্তা করতে লাগলেন। পরিশেষে তিনি ঐ মহিলাকে বললেন: আমাকে একটু সুযোগ দাও আমি অযু করে দুই রাকাত নামায আদায় করব। অনুমতি পর পাবার পর তিনি অযু করলেন আর ছাঁদে উঠে গেলেন, সেখানে তিনি দুই রাকাত নামায আদায় করার পর ছাদ থেকে নিচে থাকালেন। যেটার দূরত্ব প্রায় ২০ গজ, আর আকাশের দিকে অসহায় হয়ে দেখলেন। বলতে লাগলেন: হে আমার রব! আমি বহুকাল ধরে তোমার ইবাদতে ব্যস্ত ছিলাম। আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা কর। এটা বলে তিনি ছাদ থেকে লাফ দিলেন। আল্লাহ্

তাআলা হযরত সাযিয়্যুনা জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে আদেশ দিলেন। যাও! আমার বান্দা জমীনে পৌঁছার আগে তাকে রক্ষা কর। কেননা, ত সে আমার অসম্ভবির ভয়ে লাফ দিচ্ছিল। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام খুব দ্রুত এসে ঐ ব্যক্তিকে ধরে ফেলেন। আর খুব আরামেই জমিনে বসিয়ে দিলেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনা কৃত ঘটনাটি থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি নিজ আমলের অভ্যাস গড়ে নেন, তো এই ভাল অভ্যাস তাকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে সহায়ক হয়। যেমনি ভাবে এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে বনী ইসলাইলের ঐ নেক ব্যক্তির অন্তর যখন গুনাহর দিকে ধাবিত হচ্ছিল, তখনি উনার পূর্বের অভ্যাস অনুসারে মুখ থেকে তাড়াতিড়ি এই বাক্য বের হয়ে গেল: হে নফস! আল্লাহ তাআলাকে ভয় দকর। তারপর উনার মধ্যে আল্লাহর ভয় এমনি ভাবে বিজয়ী হল যে তিনি গুনাহ থেকে বেঁচে গেলেন। আর এ থেকে এটাও বুঝা গেল যে, বিপদের সময় নেক আমল মানুষের কাজে আসে। অনেক সাকময় ভাল আমলের কারণে আল্লাহ তাআলার এমনি সাহায্য অর্জিত হয় যে বড় বড় মুসীবত পর্যন্ত সমাধান হয়ে যায়। এই কারণে যখন ঐ নেককার লোকটি গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজের ইবাদতের ওসীলা উপস্থাপন করে ছাদের উপর তেকে লাফ দিতে লাগলেন। তখন আল্লাহ তাআলার সাহায্যের কারণে রুহ বের হওয়া ও শারীরিক মুসীবত থেকে রক্ষা পেলেন। মনে রাখবেন! আমাদের শরীয়তে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে পতিত করার অনুমতি নেই। অতঃপর আমাদেরও উচিত আমাদের আমলের হিসাব করে নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে খুব বেশি থেকে বেশি নেক আমল করা। নেক আমলের কারণে না শুধু আল্লাহ তাআলার সাহায্য পাওয়া যায়। বরং দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য সৌভাগ্য অর্জন হয়। এছাড়াও অনেক নেকী গুনাহ সমূহ নিগূঢ়ি করার উপকরণ হয়। কুরআনুল করীমের মধ্যে নেক আমলের ফযীলত বর্ণনা করে এর প্রতি উৎসাহ ও প্রদান করেছেন। আসুন! এই ব্যাপারে তিনটি আল্লাহ তাআলার বাণী শুনি। ২৪ পারা, সূরা হা-মীম সিজদা, আয়াত নং ৮ এর মধ্যে ইরশাদ করেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য অশেষ সাওয়াব রয়েছে। (পারা- ২৪, সূরা- হা-মীম সিজদা, আয়াত- ৮)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٩﴾ جَزَاءُ هُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿١٠﴾

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** (৭) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারাই সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (৮) তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট-বসবাস করার বাগান। যারা নিচে নহর সমূহ প্রবাহিত। সেগুলোর মধ্যে সদা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারা তার উপর সন্তুষ্ট। (পারা- ৩০, সূরা- বাইয়্যিনাহ, আয়াত- ৭-৮)

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় সৎকর্ম সমূহ অসৎকর্ম সমূহকে মিটিয়ে দেয়। (পারা- ১২, সূরা- হুদ, আয়াত- ১১৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! যে ব্যক্তি ঈমানগ্রহণের পর নেক আমল করে আল্লাহ্ তাআলা ঐ সৌভাগ্যবানদের এই পরিমাণ সাওয়াব দান করেন যার কোন শেষ নেই। এমনকি জান্নাতের বাগান উনাদের ঠিকানা হয়ে যায় এবং নেক আমলের কারণে গুনাহ সমূহ মিটিয়ে দেওয়া হয়। এই কারণে আমাদেরও উচিত জীবনকে মৃত্যুর আগে, সুস্থতাকে অসুস্থতার আগে, যৌবনকে বৃদ্ধ হওয়ার আগে, প্রশান্তিকে মুসীবতের আগে গণীমত মনে করে আখিরাতের জন্য নেকীর ভান্ডার জমা করা উচিত। আর গুনাহ থেকে বেঁচে ইখলাস ও স্থায়িত্বের সাথে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আমলের মধ্যে ব্যস্ত থাকুন।

হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাদেরকে খুতবা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: “হে লোকেরা! মৃত্যুর আগে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে তাওবা করে নাও। আর ব্যস্ততার আগে নেক আমল করে নাও এবং বেশি পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকির করে আর গোপনে

ও প্রকাশ্যে সদকা করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক করে নাও। তোমাদেরকে রিযিক দেওয়া হবে, তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে, তোমাদের ক্ষতি পূরণ করা হবে।”

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! এই হাদীসে পাকের মধ্যে আখিরাতের চিন্তা ও নেক আমলের উৎসাহ প্রধান করে রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নেক আমলকারীদের রিযিকের প্রশস্থতা ও বিপদে সমাধানের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। মনে রাখবেন! স্থায়িত্বের পাশাপাশি গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেকী করার জন্য নিজের আমলের হিসাব করা প্রয়োজন। এজন্যে প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যে, তিনি তার আমলের প্রবিভ্রতার প্রতি মনযোগী হওয়া, যা আমি করছি বা করা হচ্ছে বা করতে ইচ্ছুক তা আমার আখিরাতের জন্য উপকার না ক্ষতি? অবশ্যই যে মুসলমান আখিরাতের চিন্তার অভ্যাস বানিয়ে নিবে, তার চাল-চলন, কথা-বার্তা ধীরে ধীরে আলোকময় হবে। আর তার আখিরাতেও উত্তম হবে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ। আমলের হিসাবের উপকারীতা ও গুরুত্বতার পরিমাপ এই কথার মধ্যে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এই ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, ২৮ পারর সূরা হাশরের আয়াত নং ১৮-এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ  
تَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগন আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেকের দেখা উচিত যে, আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে। (পারা- ২৮, সূরা- হাশর, আয়াত- ১৮)

এই আয়াতের ব্যাপারে তাফসীরে ইবনে কাসীরের মধ্যে রয়েছে যে; নিজের হিসাব করে নাও এর আগে তোমার হিসাব করা হবে। আর মনযোগী হও এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থাপন করার জন্য কতটুকু নেক আমলের ভান্ডার জমা হয়েছে।

হাদীস শরীফের মধ্যে রহমতে আলম, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হিসাব করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন।

এই ব্যাপারে নবী করীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর তিনটি হাদীসের বাণী শুনি:

(১) “ إِذَا هَمَّتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ كَانَ رُشْدًا فَأَمْضِهِ وَإِنْ كَانَ غَيًّا فَانْتِهِ ”

অর্থাৎ- যখন তোমরা কোন কাজ করতে চাও তো এর পরিণামের ব্যাপারে চিন্তা করে নাও, যদি তা ভাল হয় তো করে যাও। যদি তা খারাপ হয় তবে এর তেকে দূরে থাক।”

(২) “জ্ঞানীদের জন্য একটি মূহর্ত এমনি হওয়া উচিত, যে সময়ে সে তার আমলের হিসাব করবে।”

(৩) “ فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً ” অর্থাৎ- আখিরাতের ব্যাপারে সামান্য পরিমাণও চিন্তা করা ৬০ বছরের ইবাদতের চেয়েও উত্তম।”

প্রিয় ইসলাম ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! কুরআনুল করীম ও হাদীস শরীফের মধ্যে কিপরিমাণ আমলের হিসাবের জন্য উৎসাহ প্রদান দকরা হয়েছে। এই কারণে যদি আমরা আখিরাতের কল্যাণ চাই, তবে আমাদের উচিত ভাল ভাবেই চিন্তা করা যে, আমরা আমাদের প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করার জন্য কতটুকু নেকী অর্জন করেছি। বরং আমাদের প্রত্যেকের উচিত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে প্রত্যেকদিন ধারাবাহিক ভাবে (ফিকরে মদীনা) আমলের হিসাবের অভ্যাস বানানো, নতুবা এমন যেন না হয়ে অলসতার কারণে আমাদের মৃত্যু এসে যায় এবং আমাদের আফসোস ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট না থাকে।

### ফিকরে মদীনা কাকে বলে?

মনে রাখবেন! দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলের মধ্যে আমরের হিসাবকে ফিকরে মদীনা বলা হয়। কিফরে মদীনার দ্বারা উদ্দেশ্য হল; মানুষ আখিরাতের জন্য নিজের আমলের জীবনের আমলের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা। তারপর ঐ কাজ না করা যা তার আখিরাতের জন্য ক্ষতি হয় এবং তা সংশোধনের চেষ্টা করা। আর যে কাজ আখিরাতের জন্য উপকারী হবে, তাতে উন্নতীর জন্য অগ্রসর হবে। স্থায়িত্বের পাশাপাশি ফিকরে মদীনা করার দ্বারা অনেক বেশি বরকত

অর্জন হয়। এই কারণে বুয়ুর্গানে দ্বীনগণ **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى** স্থায়িত্বের পাশাপাশি ফিকরে মদীনা করতেন। এই ব্যাপারে কোন রকম অলসতা করতেন না। যেমন-

### দিনভর ফিকরে মদীনা

হযরত সাযিয়দুনা মুহাম্মদ বিন ওয়াছে **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: বসরার অধিবাসীর মধ্যে কোন এক ব্যক্তি সাযিয়দুনা আবু যর **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** এর ইস্তিকালের পর উনার স্ত্রীর কাছে উনার ইবাদতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি উত্তর দিলেন: তিনি দিন ভর ঘরের এক কোণায় আখিরাতের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতেন।

### সবসময় ফিকরে মদীনা

নকল করা হয়েছে: হযরত সাযিয়দুনা হাসান বসরী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** 80 বছর পর্যন্ত হাসেননি। বর্ণনাকারী বলেন: যখন আমি উনাকে বসা অবস্থায় দেখি, তখন বুঝা যায় যে একজন বন্ধির মত। যার গর্দান ফেলে দেওয়ার জন্য আনা হয়েছে। আর যখন কথা বলেন, তখন ধরণটা এমন হয়, যেন আখিরাতকে দেখে দেখে এটার অবস্থা বর্ণনা করছেন। আর যখন চুপ থাকেন, তখন এমনি অনুভব হয় যে, উনার চোখের সামনে আগুন প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। যখন উনার কাছে এই পরিমাণ বিষন্ন ও ভয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তখন তিনি বলেন: আমার এই কথার ব্যাপারে ভয় হচ্ছে যে; আল্লাহ্ তাআলা আমার কিছু খারাপ আমল দেখে আমার উপর রাগান্বিত হয়ে যান, আর যদি এটা বলে দেন যে যাও! আমি তোমাকে ক্ষমা করি নাই। তখন ঐ পরিস্থিতিতে আমার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায়?

### নফসের হিসাবের অসাধারণ পদ্ধতি

হযরত সাযিয়দুনা ইব্রাহীম তায়মী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: একবার আমি এই ধারণা করলাম যে, আমি জান্নাতে। সেখানে ফল খাচ্ছি, সেখানকার নদী থেকে পানি পান করছি, আর হুরদের ইমামতী করছি। এরপর আমি এই ধারণা করলাম যে, আমি জাহান্নামে রয়েছি। জাহান্নামের আগুনে বন্ধি, আর কাটায়ুক্ত গাছ খাচ্ছি এবং দোষীদের পুজু পান করছি। তারপর আমি আমার নফসকে জিজ্ঞাসা করলাম: এখন

তুমি কি চাও? নফস বলল: আমি দুনিয়াতে পুনরায় ফিরে যেতে চায়। তাতে আমি নেক আমল করতে পারি। আমি বললাম: যাও তোমার ইচ্ছা পূরণ করা হল। এই কারণে নেকী করে নাও।

### প্রতিদিন ফিকরে মদীনা

হযরত সাযিয়দুনা আতা সুলামী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যিনি আল্লাহ তাআলার ভয়ে ৪০ বছর আকাশের দিকে তাকাননি। আর না কেউ তাকে হাঁসতে দেখেছে। উনার ব্যাপারে নকল করা হয়েছে যে: তিনি প্রতিদিন নিজের নফসকে সম্বোধন করে বলেন: হে নফস! তুই তোর সীমার মধ্যে থাক। স্মরণ রাখ! তুকে কবরে যেতে হবে, পুলসিরাতেও অতিক্রম করতে হবে। অঙ্গপতঙ্গ তোমার আশেপাশে উপস্থিত থাকবে, যারা তোমাকে ডানে বামে পানতে থাকবে। ঐ মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার প্রকাশ হবে। জাহান্নাম হবে, তা পাহারাদার সাযিয়দুনা মালিক عَلَيْهِ السَّلَام হবে। ঐ দিন বিচারক (আল্লাহর পানা) ন্যায় পরায়নতা হীনতার দিকে না বুকবে, আর না জাহান্নামের পাহারাদারের ঘৃষ গ্রহণ যোগ্য হবে। আর না জেলখান ভাঙ্গা সম্ভব হবে। তুই সেখান থেকে পালিয়ে যা, কিয়ামতের দিন তোমার জন্য ধ্বংসই ধ্বংস এটাও জান না যে ফেরেশতারা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। সম্মান ও আরামের জায়গা হল জান্নাত। আর দুঃখ কষ্টের জায়গা হল জাহান্নাম। এইভাবে তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ফিকরে মদীনা করতেন। ঐ মুহূর্তে তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর চোখ থেকে অশ্রুও বের হত।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনগণের رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى মধ্যে ফিকরে মদীনার উৎসাহ উদ্দীপনা কী পরিমাণ ভরপুর ছিল। ঐ সমস্ত মোবারক বুয়ুর্গদের নিকট ফিকরে মদীনার কী পরিমাণ গুরুত্ব ছিল। সব সময় নিজের আমলের ব্যাপারে চিন্তাশীল ছিলেন। জানি না আমাদের এই আমল সমূহ আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হয়ে আমাদের মাগফিরাতের মাধ্যম হবে নাকি অভিশপ্ত হয়ে আমারদের ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। একটু চিন্তা করুন! যখন এই সমস্ত পবিত্র ব্যক্তিগণের এই পরিমাণ স্থায়িত্বের পাশাপাশি ফিকরে মদীনা করতেন। তবে আমাদের মত গুনাহগারদের ফিকরে মদীনা করা কেমন জরুরী রয়েছে। ফিকরে

মদীনা করার উপকার আর না করার ক্ষতির ধরণটা এই উদাহরণ থেকে বুঝা যেতে পারে। যেমন- দুনিয়াবী কার্যকালাপে সম্পর্ককারী যে কোন ব্যক্তি ঐ মূল্যেই সফল ব্যবসায়ী হিসেবে চিহ্নিত হয়, যখন সে তার খরচকৃত মাল থেকে অতিরিক্ত লাভ নিতে সক্ষম হয় এবং তার মূলদন ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষিত থাকে। এই উদ্দেশ্যে সে তার ব্যবসার মধ্যে হিসাব-কিতাব প্রতিদিন, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক বিভিন্নভাবে চিন্তা ভাবনাও করে থাকে। এর প্রেক্ষিতে অনেক কিছু তৈরীও করা হয় এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে তা রক্ষা করার চেষ্টাও করা হয়ে থাকে। সেখানে যদি কোন ভুলত্রুটি হয়, তবে সঠিকও করা হয়। যে জিনিস উপকার সাধনের ক্ষেত্রে বাধা হয়, তবে তা দূরীভূত করা হয়। যদি সে তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে হিসাব না করে তবে তা উপকার তো দূরের কথা উল্টো ক্ষতি সাধিত হয় এবং যদি এই ক্ষতি হওয়ার পর সে যদি অলসতার নিদ্রায় মগ্ন থাকে, তবে একদিন এমন সময় আসে যে, তার আসল মূলধনটিই চলে গেছে। আর সে টাকা পয়সার মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। ঠিক তেমনি ভাবে যে ব্যক্তি আখিরাতের ব্যবসাতে উপকার অর্জনের প্রত্যাশী, তবে তরো উচিত যে তার প্রতিটি আমলের প্রতি গভীরে মনযোগ দেওয়া। যে আমল তাকে লাভবান করতে সাহায্যকারী হবে এবং তা আরো বেশি উত্তম করবে আর যে কাজ তাকে লাভবান করতে বিঘ্ন ঘটায়, তা ছেড়ে দিবে। যে ব্যক্তি এই ভাবে তার হিসাব চলমান রাখবে, তবে সে আল্লাহ তাআলার তাওফিকে সফলকাম হবে। আর সে লাভবানের মধ্যে ২) তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর এরূপ করা ছাড়া যদি সে অলসতার স্বীকার হয়, তবে সে ক্ষতির মধ্যে পড়ে থাকবে। যার ফলশ্রুতিতে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হতে পারে (আল্লাহর পানাহ)। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ সহজ ও উত্তম পদ্ধতিতে ফিকরে মদীনা করার ব্যাপরে আমাদের নিকট যে পথ দেখিয়েছেন, তা খুবই সুন্দর ও অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য আমল। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এই ফিৎনার যুগে সহজে নেকী করার এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য শরীয়াত ও তরীকতের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ প্রশ্ন আকারে মাদানী ইনআমাত প্রধান করেছেন। ইসলামী

ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, ছাত্রদের জন্য ৯২টি, দ্বীনি ছাত্রদের জন্য ৮৩টি, মাদানী মুন্না ও মুন্নীদের জন্য ৪০টি আর বিশেষ ইসলামী ভাইদের জন্য ২৭টি মাদানী ইনআমাত রয়েছে। মাদানী ইনআমাতের এই মহান উপহার শুধুমাত্র আউলিয়াগণের رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى স্মরণ করায় তা নয় বরং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফিকরে মদীনা করার একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হয়। এর উপর আমল করে আমরা নিজেদের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের উৎসাহ সৃষ্টি হয় এমনকি সত্যিকার ভাবে মাদানী ইনআমাদের রিসালা খুলে তার মধ্যে প্রদত্ত প্রশ্নের জওয়াবের মধ্যে হ্যাঁ, না, এর মাধ্যমে নিজের আমলের ভাল মন্দের হিসাব পরীক্ষা করে নিতে পারি এবং নিজের ভুল সংশোধন করতে পারি। এমনকি মাদানী ইনআমাত আমাদেরকে প্রতিদিন নিজের প্রতিষ্ঠিত হিসাবী আদালতে উপস্থিত করে আমাদের নিজস্ব বিবেক দ্বারা ফয়সালা করান এবং আমাদের সংশোধনের ও মুক্তির জন্য পথ সম্প্রসারিত করেন। প্রকৃত পক্ষে এই মাদানী ইনআমাত জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার ও জাহান্নাম তেকে বাঁচার প্রতি উৎসাহ প্রধান করেন। এমনকি শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ আমাদের খারাপ আমলের অভ্যাস নিরীক্ষণ করে আমাদের সংশোধনের জন্য একটি অনন্য পদ্ধতি প্রধান করেন। যাতে আমরা একটি সময় নির্ধারণ করে ফিকরে মদীনা করার উপর অটল থাকতে পারি। এই কারণে অসংখ্য ইসলামী ভাই ইসলামী বোন এবং ছাত্ররা ঘুমানোর আগে ফিকরে মদীনা করতে গিয়ে পকেট সাইজ মাদানী ইনআমাতের প্রদত্ত প্রশ্নগুলো পূরণ করেন। যেটার বরকতে নেক্কার হওয়ার এবং গুনাহ থেকে বাঁচার পথে পথিবন্ধকতা আল্লাহ তাআলার দয়ায় আস্তে আস্তে তা দূরীভূত হতে থাকে। এমনকি সুন্নাতের উপর আমল গুনাহ থেকে ঘৃণা করার এবং ঈমান হিফাজতের মনমানসিকতা সৃষ্টি হয়।

মাদানী ইনআমাত কি ভি মারহাবা কিয়া বাত হে,  
কুরবে হক কি তালিতো কি ওয়াসতে সাওগাত হে।

মুক্তির পথ উন্মোচনের সর্বোত্তম পদ্ধতি

মাদানী ইনআমাতের ব্যাপারে এটাও বলা যেতে পারে যে, এটা মুক্তির পথ উন্মোচনের সর্বোত্তম পদ্ধতি। সম্ভবত যদি তা ভুল না হয়। কেননা, কিছু মাদানী

ইনআমাত ফরযের উপর, কিছু ওয়াজীব আর কিছু সুন্নাত ও মুস্তাহাবের সাথে সম্পৃক্ত। আর অবশ্যই এই সব কাজ পরকালের মুক্তির কারণ ও জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে পৌঁছিয়ে থাকে। আসুন! ঐগুলোর মধ্যে থেকে কিছু মাদানী ইনআমাতের ব্যাপারে শুনি:

\* সর্বোত্তম মাদানী ইনআম হল; “আজকে কি আপনি কিছু না কিছু জায়গি কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়ত করেছেন? এমনকি কমপক্ষে দুইজনকে এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রধান করেছেন কি?”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! আমল কবুল হওয়ার জন্য, আখিরাতের সাওয়াবের জন্য নিয়ত জরুরী। কেননা, ১৫ পারার সূরা বণী ইসরাঈলের ১৯ নং আয়াতের মধ্যে রয়েছে: আল্লাহ তাআলা

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا  
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ  
مَشْكُورًا ﴿١٩﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যে আখিরাত চায়, আর সেটার জন্য যথাযত চেষ্টা করে, আর হয় ঈমানদ্বারা তবে তাদেরই প্রচেষ্টা ঠিকানায় পৌঁছে থাকে। (পারা- ১৫, সূরা- বণী ইসরাঈল, আয়াত- ১৯)

এই আয়াতের ব্যাপারে সদরুল আফযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমল কবুল হওয়ার জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন: (১) প্রার্থনা আখিরাতের উদ্দেশ্য হওয়া অর্থাৎ ভাল নিয়ত হওয়া। (২) চেষ্টা করা, অর্থাৎ আমলকে গুরুত্বের সাথে তার হক যথাযথ ভাবে আদায় করা। (৩) ঈমান যেটা সবচাইতে জরুরী।

হাদীস শরীফের মধ্যেও নিয়তের গুরুত্বের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! এ প্রসঙ্গে তিনটি হাদীস শরীফ শুনি:

(১) “সঠিক নিয়ত আরশের সাথে লেগে যায়। অতঃপর যখন কোন বান্দা নিজের নিয়তকে বাস্তবায়ন করে থাকে, তবে আরশ দোলতে থাকে। তারপর ঐ বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।”

(২) “আল্লাহ তাআলা আখিরাতের নিয়্যতে দুনিয়া প্রধান করে থাকেন। কিন্তু দুনিয়ার নিয়্যতে আখিরাত প্রধান করতে অস্বীকার করেন।”

(৩) “আমলের ভিত্তিটা নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে, যা সে নিয়্যত করে।”

শেষের হাদীসটির ব্যাপারে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত মুফতি মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন: এই হাদীসের উদ্দেশ্য এটাই; আমলের সাওয়াব নিয়্যতের উপর, নিয়্যত ব্যতীত সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়না।

আছি আছি নিয়্যতো কা হো খোদা জযবা আতা,  
বান্দা মুখলিস বানাকর আফওয়া মেরী হার খাতা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত হাদীস শরীফ থেকে নিয়্যতের গুরুত্ব ও ফযীরত জানা গেল। আমাদেরও সাওয়াব অর্জনের জন্য প্রত্যেক জায়গায় কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করে নেওয়া উচিত। যাতে এর বরকতে আমাদের আমল নামার মধ্যে সাওয়াবের ভান্ডার হয়।

\* এমনিভাবে আর এক মাদানী ইনআম হল; “আজকে আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদের প্রথম সারিতে প্রথম তাকবীরে সাথে জামায়াত সহকারে আদায় করেছেন কি? প্রত্যেকবার কাউকে নিজের সাথে করে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন কি?”

এই মাদানী ইনআমাতের ব্যাপারে তো আমীরে আহলে সুন্নাত ২ উনার রিসালা “নেককার হওয়ার উপায়” এর মধ্যে বর্ণনা করেন: “শুধুমাত্র এই মাদানী ইনআমের উপর কেউ যদি সঠিক ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যেতে পারে, তবে তার তরী পার হয়ে যাবে।”

পূর্বের গুনাহ ক্ষমা

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি দুই রাকাত নামায আদায় করল। তাথে ভুল করেনি। তবে আল্লাহ তাআলা তার পূর্বের গুনাহ ক্ষামা করে দেন।”

سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনারা দেখলেন তো! দুই রাকাতের যখন এই ফযীলত, তবে যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আবার তাও জামায়াত সহকারে আদায় করতে লেগে যায়, তখন সে খুবই লাভবান হয়ে যাবে।

## ২৭ গুন বেশি

হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “জামায়াত সহকারে নামায আর একাকী নামাযের চেয়ে ২৭ গুন সাওয়াব বেশি।”

## জাহান্নাম থেকে মুক্তি

এই মাদানী ইনআমের সধ্যে প্রথম তাকবীরের কথাও উল্লেখ রয়েছে। এর ফযীলত হাদীস শরীফে রয়েছে: “যে ব্যক্তি ৪০ রাত ইশারের নামায প্রথম তাকবীরের সাথে আদায় করে। আল্লাহ তাআলা তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেন।”

سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! শুধুমাত্র ৪০ দিন পর্যন্ত ইশারের নামায প্রথম তাকবীরের সাথে আদায় করার যখন এই ফযীলত। তখন জীবিত অবস্থায় সারা জীবন পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রথম তাকবীরের সাথে আদায় করার কত মর্যাদা রয়েছে।

## মসজিদে উপস্থিতি

এই মাদানী ইনআমের মধ্যে জামায়াত সহকারে নামায আদায়ের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আর সাধারণত জামায়াত সহকারে নামায মসজিদের মধ্যেই আদায় হয়ে থাকে। এই কারণে এই মাদানী ইনআমের উপর আমাল করলে সকাল সন্ধ্যা মসজিদে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যম হয়ে যায়। যেটা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى

عَلَيْهِ وَالْآلِ وَسَلَّمَ

ইরশাদ করেছেন: “ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا ”

كَلِمًا غَدَا أَوْ رَاحَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা মসজিদে যায়, তবে যতবারই যাবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে আতিথ্য করবেন।”

### প্রথম কাতার

এই মাদানী ইনআমাতের মধ্যে প্রশত কাতারে নামায আদায় করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেই ব্যাপারে হাদীস শরীফে ইরশাদ করা হয়েছে: “যদি লোকেরা জানত আযান দেওয়া, আর প্রথম কাতারে নামায আদায় করার কত ফযীরত এবং লটারীর মাধ্যমে ছাড়া এই সৌভাগ্য অর্জন না হয়। তবে এর জন্য অবশ্যই লটারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করত।”

### রাগ প্রশমিত করা ও উদারতার মাধ্যমে কাজ করার মাদানী ইনআম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনার দেখলেন তো! জামায়াত সহকারে নামায আদায়কারী একটি মাদানী ইনআমের উপর আমল করার দ্বারা কি পরিমাণ সাওয়াব পাচ্ছেন। এমনি আর একটি মাদানী ইনআম হল; আজকে হাঁপনি (ঘরে কিংবা বাইরে) কারো উপর রাগ আসা অবস্থায় চুপচাপ থেকে রাগের চিকিৎসা করেছেন? নাকি কিছু বলে উঠেছেন? এছাড়া তাকে কক্ষমা প্রদর্শন করেছেন নাকি বদলা নেওয়ার সুযোগ খুঁজেছেন? এখন এই মাদানী ইনআমের প্রতি গভীর চিন্তা করুন। তবে বুঝতে পারবেন সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ফিৎনা-ফ্যাসাদ উপড়ে ফেলার জন্য এটা কত বড় পদ্ধতি। প্রকাশ থাকে যে, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভিতর তেকে প্রতিশোধের আগুন নিভিয়ে ফেলবে এবং ক্ষমা করা ও বৈধ ধারণা করার উৎসাহ পাবে। তবে ফিৎনা-ফ্যাসাদ ও ঝগড়া মূল গোড়া থেকে শেষ হয়ে যাবে। আর এমনিভাবে আমাদের সমাজ নিরাপত্তার দোলনায় পরিণত হবে। এই মাদানী ইনআমের মধ্যে ক্ষমা ও উদারতার মাধ্যমে কাজ করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ক্ষমা ও উদারতার দ্বারা উদ্দেশ্য হল; যদি কোন ব্যক্তির ভুলত্রুটি হয়ে যায় বা সে আমাদের উপর জুলুম করেছে বা আমাদের মনে কষ্ট দিয়েছে, তবে প্রতিশোধ নেওয়া

বা তাকে কষ্টের কথা শুনিয়ে নিজের অন্তরের আক্রোশ বের করার পরিবর্তে আমরা তাকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিতে ক্ষমা করে দিব। রাগ দমন করা আর লোকদের ক্ষমাকরে দেওয়া সর্বোত্তম অভ্যাস। প্রথম পারা সূরা বাকারার ১০৯ নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

**فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا** কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং ছেড়ে দাও (ক্ষমা করে দাও) ও এড়িয়ে যাও। (পারা- ১ সূরা- বাকারা, আয়াত- ১০৯)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে রাগ দমন দকরবে সে গতিময় হওয়ায় সামর্থ্য রাখে, তবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার অন্তর আল্লাহর সন্তুষ্টিতে ভরপুর করবেন।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** অন্যদের উৎসাহ প্রদানে পাশাপাশি তিনি নিজে নিজস্ব কর্মকাণ্ডে ক্ষমা ও উদারতার মাধ্যমে কাজ করে থাকেনক। এমনকি হাদীস শরীফ থেকে ইরশাদ করে থাকেন: **الْحَسَنُ بْنُ عَوْجَلٍ** আমি আমার ভিতর প্রতিশোধের উৎসাহ পায়না। হায়! আমরা যদি রাগ না করার উৎসাহ ও নিজের ব্যক্তিত্বের জন্য প্রতিশোধ না নেওয়া থেকে সকলকামী হতাম। **أَمِين**

**بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ**

এমনি ভাবে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** মাদানী ইনআম নম্বর ৬ এর মধ্যে সালামের প্রচলনকে ব্যাপক করার জন্য বলেছেন: “আপনি কি আজ ঘর, অফিস, বাস, ট্রেন ইত্যাদিতে আসা যাওয়ার সময় এবং গলি দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় রাস্তায় দাড়ানো বা বসে থাকা মুসলমানদের সালাম দিয়েছেন?

ইসলামের সর্বোত্তম আমল

সালামের সুন্দর ও সর্বোত্তম ধরণ এই কথায় বুঝুন। সালাম ইসলামেতর সর্বোত্তম আমল। এমনকি কোন ব্যক্তিকে সালাম করা এমন, যেমনি সে সদকা দিল। সালাম গুনাহ সমূহ ক্ষমা হওয়ার উপায় হয় এবং জান্নাতে প্রবেশের কারণ হয়। এক ব্যক্তি ছুয়েরে পাক **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর কাছে আরয করলেন: ইসলামে সর্বোত্তম আমল কোনটি? ইরশাদ করলেন: “খাবার খাওয়ানো আর প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম দেওয়া। তুমি তাকে চিন বা না চিন।” অন্য এক জায়গায় ইরশাদ করেছেন: “তোমরা লোকদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনায় সালাম করাটাও সদকা।” হযরত সাযিয়দুনা ইবনে ওমর **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا** থেকে বর্ণিত; যে মুসলমান ২০ জন মুসলমানকে সালাম করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজীব হয়ে যায়। নবী করীম **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেছেন: “যখন দুই জন মুসলমান সাক্ষাৎ করেন।। তারা পর উভয়ই মুসাফাফা করেন। তো উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।” হযরত সাযিয়দুনা বারা বিন আযেব **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি চার রাকাত নামায দুপুরের আগে আদায় করল। আর যখন দুই জন মুসলমান মুসাফাহা করে, তবে তাদের সমস্ত গুনাহ ঝরে যায় কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকেনা।”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! বর্ণিত হাদীসের মধ্যে যেখানে সমস্ত গুনাহর কথা উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য সগীরা তথা ছোট গুনাহ। কবীরা গুনাহ সত্য অন্তরে তাওবা ছাড়া ক্ষমা হয়না। অথচ সালাম প্রিয় আক্বা ৩ এর প্রিয় সুন্নাত। এর মাধ্যমে ঘৃণা ও শত্রুতার অবসান ঘটে এবং একে অপরের প্রতি ভালবাসা ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। এই জন্য আমাদেরও উচিত এই হাদীসের সাথে মিলিত রং-বেরঙ্গের মাদানী ফুলের আলোতে সালামকে ব্যাপককারী মাদানী ইনআমের উপর আমল করা। পরিচয় ছাড়াও মুসলমানদের সালাম করা। আজকাল ব্যাপক হারে ঘরের বাইরে একে অপরকে সালাম করে নেয়। কিন্তু ঘরে প্রবেশের সময় ঘরের সদস্যদের সালাম করেনা। বরং চুপচাপ ঘরে প্রবেশ করে থাকে, এই পদ্ধতি সুন্নাতের বিপরীত। ঘরে প্রবেশের সময় ঘরের সদস্যদের সালাম করা সুন্নাত। খুবই কল্যাণ সাধিত হয়।

## صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী ইনআমের উপর আমল করার কেমন বরকত। এর উপর আমল করার দ্বারা ফরয ওয়াজীবের উপর স্থাতিত্তের পাশাপাশি নিজের ভিতর পাওয়া যায় সামাজিক ও চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি দূরিভূত করার সুযোগ হয়। এটা তো কিছু মাদানী ইনআমের বরকতের ব্যাপারে শুনালাম। যেটার দ্বারা অনুমান করা যাই যে, সমস্ত মাদানী ইনআম নিজের ভিতর কি পরিমাণ রহমত ও বরকত নিয়ে আসে। এই জন্য আমরা যদি সত্যিকার ভাবে আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেদ মান্যকারী, সত্যিকার আশেকে রাসূল ও আমলদ্বার মুসলমান হতে চায়। তবে আমাদের শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা উচিত। এই মাদানী ইনআম মুক্তির পথ উন্মোচন এবং নেক্কার হওয়ার সর্বোত্তম উপায়। বিশেষ করে গুনাহর রোগ থেকে ঔষধ হিসেবে সাব্যস্ত হয়। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** বলেন: আমি মাদানী ইনআমাতকে ভালবাসি। তিনি বলেন: আপনি যদি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য সত্য অন্তরে এটা গ্রহণ করে এর উপর আমল করা শুরু করে দেন। খুব তাড়াতাড়ি আপনি এর বরকত দেখতে পাবেন **إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ**। আপনার অন্দর প্রশান্তির সৌভাগ্য অর্জন করবে। অন্তর স্বচ্ছ হবে, এমনকি আল্লাহর ভয় ও ইশাকে মুস্তফার বরণা অন্তরে বয়ে যাবে **إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ**। আপনার এলাকায় দা'ওয়াতে ইসলামীর কাজ বিস্ময়কর ভাবে বেড়ে যাবে। কেননা, মাদানী ইনআমের উপর আমল করাটা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি আর্জনের মাধ্যম হয়। এই জন্য শয়তান আপনাকে অনেক অলসতা দিবে। বিভিন্ন প্রকার বাহানা আপনাকে বুঝাবে। আপনার অন্তর না লাগতেও পারে। কিন্তু আপনি সাহস হারাবেন না। **إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** অন্তর লেগে যাবে।

এ রযা হার কাম কা এক ওয়াজ্ব হে,  
দিল কো ভি আরাম হো হি জায়েগা।

## صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন আরো কিছু মাদানী ইনআমের সংক্ষিপ্ত ফযীলত শুনি। যাতে আমাদের অন্তরে লফসও আমলের হিসাবের প্রবল ইচ্ছা জাগে। অতঃপর ঐ মাদানী ইনআম থেকে একটি মাদানী ইনআম হল সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করা। তাওবাকারীর ব্যাপারে রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “সমস্ত মানুষ ভুলকারী ও ভুলের মধ্যে রয়েছে। ভাল সে যে তাওবা করে নেয়।” এমনি ভাবে তাহাজ্জুদ আদায় করা মাদানী ইনআমের গুরুত্ব এই ভাবে বুঝুন; রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম নামায হল রাতে আদায় করা নামায।” \* আর এক মাদানী ইনআম হল: মাগরিবের নামাযের পর সালাতুল আওয়াবীনের নামাযের ব্যাপারে এর ফযীলতের ব্যাপারে বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে ছয় রাকাত এমনি ভাবে আদায় করে এর মধ্যখানে কোন খারাপ কথা না বলে। তবে এই ছয় রাকাত ১২ বছর ইবাদত করার সাওয়াব পাবে। \* চাশতের নফল নামায আদায় করার মাদানী ইনআমের খুব বেশি ফযীলত রয়েছে: **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “হে আদম সন্তান! তোমরা দিনের শুরুতে যদি চার রাকাত আদায় করতে অক্ষম না হও, আমি শেষ দিন পর্যন্ত পাচুর্য্য করব।” \* মিথ্যা থেকে বাঁচার মাদানী ইনআমের উপর করাটাও জান্নাতী ঘর অর্জনের মাধ্যম। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে সত্যের উপর রয়েছে ঝগড়া শেষ করে দেয়, আমি তার জন্য জান্নাতের পাশে একটি ঘরের জামিন্দার হবে। আর মিথ্য পরিহারকারীর জন্য জান্নাতের মধ্যখানে একটি ঘরের জামিন্দার হয়। যদিও সে কৌতুক বলে এবং সং চরিত্রবানের জন্য জান্নাতের উঁচু স্থানে একটি ঘরের জামিন্দার হচ্ছি।” \* গীবত থেকে বাঁচার মাদানী ইনআমের উপর আমল করা; **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যার সম্পদ কম, পরিবার পরিজন বেশি এবং নামায ভাল হয়। আর সে মুসলমানদের গীবত করেনা। যখন সে কিয়ামতের দিন আসবে, তখন সে আমার সাথে এমনি হয়ে যাবে যেমনি ভাবে এই দুই আঙ্গুল।” \* মাদারাসাতুল

মদীনা বালেগানের মধ্যে কুরআন পড়া ও পড়ানোর মাদানী ইনআমের উপর আমল করা সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ্ তাআলার মাবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “নিঃসন্দেহে লোকদের মাঝে কিছু আল্লাহ্‌ওয়ালা থাকে।” সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: হে আল্লাহ্‌র রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! তারা কারা? ইরশাদ করলেন: “কুরআন তিলাওয়াতকারী ঐসব লোক আল্লাহ্‌ওয়ালা। বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।” \* বিভিন্ন ওযীফা পড়ার মাদানী ইনআম। যেটা যিকিরের সাথে সম্পৃক্ত। যিকিরের ফযীলতের ব্যাপারে হাদীসে কুদসীতে রয়েছে; আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “যখন আমার বান্দা আমার যিকির করে এবং তার ঠোঁট আমার জন্য নড়ে। তখন আমি তার সাথে থাকি।” \* সোমবারে রোযা রাখার মাদানী ইনআমের উপর আমল করা। হাদীসে পাকে রয়েছে; প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল উপস্থাপন করা হয়। এই জন্য আমি পছন্দ করি যে, যখন আমার আমল উপস্থাপন করা হবে, তখন আমি রোযাদার থাকি।” \* রোগীকে দেখতে যাওয়ার মাদানী ইনআমও খুবই গুরুত্ব বহন করে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায়, তখন একজন আহবানকারী আসমান থেকে ঘোষণা করে যে, খুশী হয়ে যাও! তোমার এই চলার প্রতি মোবারক। তুমি জান্নাতে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছ।”

### মাদানী ইনআমাতের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী ইনআমাতের উপর আমল প্রকৃত পক্ষে কুরআন ও হাদীসের অনেক আহকামের উপর আমল করার মত। এর উপর আমল করার এতই বরকত যে যার পরিমাণ অনুমানও করা যায়না। \* ভাল ভাল আমলের ভাল ভাল নিয়ত মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে। \* ফরয ও ওয়াজীব অর্থাৎ নামায সমূহ আদায় ও জামায়াতের ধারাবাহিকতা মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে। \* কুরআনুল করীমের তিলাওয়াত মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে। \* রোযা রাখার আধিখ্যতা মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে। \* যিকির ও ওযীফার মধ্যে স্থায়িত্বতা মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে। \* আমীরে আহলে সুন্নাত ও

ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের কিতাব অধ্যয়ন মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে। \* কুরআন শিখা ও শিখানো মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে। \* সুন্নাত সমূহে বরকত মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে। \* প্রতি দিন কানযুল ঈমান তাফসীর খাযাইনুল ইরফান/ নূরুল ইরফান/ সিরাতুল জিনান থেকে তিন আয়াতের তিলাওয়াত মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে। \* ইনফিরাদি কোশিশের শিক্ষা মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে। \* পরদার উপর পরদা, উঠা বসা এবং দাঁড়ানো অবস্থায় যতটুকু সম্ভব কিবলার দিকের সৌভাগ্য মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে। \* সিনেমা-নাটক, গান-বাজনা, আপবাদ, গালি, মিথ্যা কথা, চোগলখোরী, ওয়াদা ভঙ্গ, মনে কষ্ট, অট্ট হাঁসি, হিংসা, অহংকার, নিফাক, রিয়াকারী ও খিয়ারত। যেমনি সামাজিক, চারিত্রিক ও শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে ঘৃণা মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে। \* আপন বন্ধু ব্যতীত সবার সাথে একই সম্পর্ক বজায় রাখা মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে। \* সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারার মাধ্যে অংশগ্রহণ মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে। \* বাহারে শরীয়াতের অধ্যয়ন ও আ'লা হযরতের কিতাব সমূহ অধ্যয়ন মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে। \* মারকাযে মজলিশে শূরা ও কাবীনা মুশাওয়ারাত ও মজলিশের অনুসরণ মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে। \* এমনকি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলে স্থায়িত্বের সৌভাগ্য মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমেই হয়। উদ্দেশ্য এটাই মাদানী ইনআমাত আখিরাতের মুসীবত থেকে মুক্তি ও অটেল কল্যাণ অর্জনের মাধ্যম। এই কারণে পরিপক্ক ও সত্যিকার নিয়ত করে নিন

إِنَّ شَاءَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ । আজ থেকেই ফিকরে মদীনা করার জন্য আমল বানিয়ে নিন

إِنَّ شَاءَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ।

মাদানী ইনআমাত কে আমেল পে হারদম হার গড়ী,

ইয়া ইলাহী খুব বরছা রহমতো কি তো ঝড়ী।

কিতাব “ফিকরে মদীনার” পরিচয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফিকরে মাদানীর ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা জানার জন্য, উৎসাহ পাওয়ার জন্য এবং গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য নিজের আমলের হিসাব করার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৬৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “ফিকরে

মদীনা” অধ্যয়ন করে নিন। এই কিতাবের মধ্যে ফিকরে মদীনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, এর উপকারীতা কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিজ আমলের হিসাব করার প্রমাণ এবং বুয়ুর্গানে দ্বীনগণের رَحْمَهُمُ اللهُ تَعَالَى ফিকরে মদীনার ঘটনাবলী বর্ণনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে ফিকরে মদীনা করার আমলী পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। সমস্ত ইসলামী ভাইদের প্রতি মাদানী অনুরোধ, এই কিতাবটি আজি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করে নিন। দা’ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট [www.dawateislami.net](http://www.dawateislami.net) থেকে এই কিতাবটি পড়তে পারবেন। ডাউনলোডও করতে পারবেন এবং প্রিন্ট আউটও করতে পারবেন।

### বয়ানের সারাংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা নিজ আমলের হিসাব করার ব্যাপারে বয়ান শুনলাম যে, নিজ আমলের হিসাব করতে থাকার মধ্যে অনেক গুরুত্ব রয়েছে। পরকালের মুক্তির এতে রয়েছে; মানুষ দুনিয়াবী হিসাব করতে থাকে এবং নফস তাকে পরিচালকের মতো পরিচালনা করে। যে ব্যক্তি আখিরাতের হিসাবের প্রথমে নিজের হিসাব করে নিজের কর্মকাণ্ডে পাওয়া খারাপ কাজগুলো যদি সংশোধন করে নেয়। সে গুনাহ থেকে বাঁচা ও নেক কাজ করার মধ্যে সফল কাম হয়। ঐ নেক আমলের বরকতে তার বিপদে আল্লাহ তাআলার সাহায্য অর্জিত হয়। আর কিয়ামতের দিন এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির ঠিকানা জান্নাতের বাগান হয়। কুরআন ও হাদীসের মধ্যে নিজ আমলের হিসাবের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বরং হাদীসে পাকের মধ্যে জোর তাকিদ দেওয়া হয়েছে। মানুষের কিছু সময়ের মধ্যে থেকে কিছু সময় ফিকরে মদীনার জন্য নির্ধারণ করে নেওয়া প্রয়োজন। আর যে কোন কাজ করার পূর্বে ঐ কাজের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে নেওয়া উচিত। এটাকি আখিরাতের জন্য ভাল না খারাপ। যদি ভাল হয়, তবে করবে আর যদি খারাপ হয়, তবে এর থেকে দূরে থাকবে। স্মরণ রাখবেন! ফিকরে মদীনা করার সময় আখিরাতের ব্যাপারে গভীর চিন্তা ভাবনা করাটা শুধুমাত্র অধিক নেকীর মাধ্যম নয় বরং তা বড় নেকী ও ইবাদত। যেমনি ভাবে হাদীসে পাকে শুনেছি: আখিরাতের ব্যাপারে এক মুহূর্ত গভীর চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছর ইবাদতের চেয়েও উত্তম।

الشَّيْخُ الشَّامِيُّ التَّرْبِكِيُّ، آمِيْرِيْ اِهْلِيْ سُنَّةِ اَلْحَدِيْثِ الشَّامِيَّةِ

মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে ফিকরে মদীনা করাটা সহজ হয়ে গেছে। এই কারণে সমস্ত ইসরাামী ভাই ফিকরে মদীনা করার সময় মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করাটা নিজের জন্য আমলে পরিণত করে নিন। আর এর উপর স্থায়িত্বের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং মাদানী কাফেলায় সফর করতে থাকুন। এর বরকতে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করাটা আমাদের জন্য সহজ থেকে সহজতর হয়ে যাবে।

إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

### মজলিশে হজ্জ ও ওমরা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! الشَّيْخُ الشَّامِيُّ التَّرْبِكِيُّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলের মধ্যে নেকী অর্জনের, গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য খুব খুব মনমাসিকতা দেওয়া হয়। এমন কি সুশৃংখল ভাবে মাদানী কাজ বাড়ানোর জন্য অনেক শোবা গঠন করা হয়েছে। ঐ সমস্ত শোবা থেকে একটি শোবা মজলিশে হজ্জ ও ওমরা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। প্রতি বছর একি পোশাকে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে এক অপরের হিংসা বিদ্বেষ ভুলেগিয়ে হেরেম শরীফে একত্রিত হয়। যেটার একতা দেখে পুরো পৃথিবী হতবুদ্ধি হয়ে যায়। এই মূহুর্তটা আশেকদের জন্য বড় নেয়ামত থেকে কোন অংশে কম নয়। কেননা, যখন উনাদের আল্লাহ্ তাআলা ও তার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে উপস্থিতি মিলে, তখন উনাদের আখাঙ্কার দেখা হয়।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুনাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ হজ্জের উদ্দেশ্যে গমনকারী ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের শিক্ষার জন্ম বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং উনাদের আল্লাহ্ তাআলার দরবারে ও মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে আদব শিখানোর জন্য একটি প্রশিদ্ধ কিতাব “রফিকুল হারামাঈন” রচনা করেন। মক্কা ও মদীনার পরিবেশির মধ্যে নিজের শ্বাসকে সুরভিত করার জন্য গমনকারীদের আদব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মাসায়ালা অবগত করার

জন্য মজলিশে হজ্জ ও ওমরা গঠন করা হয়েছে। প্রতি বছর হজ্জের মাসে হাজী ক্যাম্প মজলিশে “হজ্জ ও ওমরা” গুরুত্বের সাথে দা’ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লীগগণ হাজীদের প্রশিক্ষণ দেন। হজ্জ ও যিয়ারতে মদীনা رَادِمَا لَللّٰهِ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا এর মধ্যে পথ প্রদর্শনের জন্য মদীনা মুসাফিরদের হজ্জ ও ওমরার কিতাব উদাহরণস্বরূপ “রফিকুল হারামাঈন” “রফিকুল মুতামিরাইন”ও উপস্থাপন করা হয়।

আল্লাহ করম এয়্যা করে তুঝপে জাহাঁ মে,  
এয়্য দা’ওয়াতে ইসলামী তেরী দুম মাছি হো।

## ১২ মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের চরিত্রকে সামরানোর জন্য নিজের কর্মকাণ্ড ও আলাপ আলোচনা সর্বোত্তম করার জন্য দা’ওয়াতে ইসলামাতে সম্পৃক্ত হয়ে যান। আর পাশাপাশি যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে অংশগ্রহণ করা উচিত। স্মরণ রাখবেন! যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্য থেকে মাসিক একটি কাজ হল; “মাদানী ইনআমাত” এর রিসালা জমা করানো। আমরা নিজেরাও মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার পাশাপাশি অন্যকেও ধারাবাহিক ভাবে মাদানী ইনআমাতের রিসালা জমা করানোর মন মানসিকতা দিতে থাকব। এর মধ্যে অটল থাকার বরকতে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ নেক আমলের মধ্যে বৃদ্ধি হবে। আমাদেরও উচিত যে আমরা অটলতার সাথে ফিকরে মদীনাকে নিজের আমল বানিয়ে নিই। إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এর অনেক বরকত অর্জন হবে। আসুন! শিক্ষার জন্য একটি মাদানী বাহার শুনি:

## প্রতি দিন ফিকরে মদীনা করার পুরস্কার

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুনাত, দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ারী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ উনার বিখ্যাত কিতাব “ফয়যানে সুনাত” প্রথম খন্ডের ৬৭৬ পৃষ্ঠার মধ্যে এক ইসলামী ভাই এর বক্তব্যের সারাংশ বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী ইনআমাত আমার প্রিয় এবং দৈনন্দিন “ফিকরে মদীনা” করা প্রায় আমার অভ্যাস। একবার আমি তবলীগে কুরআন ও সুনাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর

সুন্নাতে তরবীয্যেতের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সুবায়ে বেলুচিস্তান সফরে ছিলাম। সে সময় আমি গুনাহগারের জন্য দয়ার দরজা খুলে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ। যখন আমি ঘুমুলাম তখন আমার ভাগ্য চমকে উঠল। স্বপ্নে নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযর পুরনূর صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ তাশরীফ আনলেন। তখন ঘর আলোকজ্বল হয়ে উঠল আর খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ঠোঁট মোবারক নড়াচড়া করলেন, রহমতের ফুল বর্ষণ হলো। তার বর্ণিত শব্দগুলো কিছুটা এরকম: “যারা মাদানী কাফেলায় দৈনন্দিন ‘ফিকরে মদীনা’ করে আমি তাদেরকে আমার সাথে জান্নাতে নিয়ে যাবো।”

শুকরিয়া কিউ কর আদা হো আপ কা ইয়া মুস্তফা  
কে পড়ুছি খুলদু মে আপনা বানায় শুকরিয়া

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَی مُحَمَّدٍ

## মিস্ওয়াকের মাদানী ফুল

### প্রথমে দু’টি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন:

\* মিস্ওয়াক সহকারে দুই রাকাত নামায পড়া মিস্ওয়াক ছাড়া ৭০রাকাতের চেয়ে উত্তম। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮) \* মিস্ওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যিক করে নাও কেননা তাতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং আল্লাহু তা’আলার সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস - ৫৮৬৯) \* হযরত সাযিদ্দুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, মিস্ওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতে অনুস্মরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, আল্লাহু তা’আলা সন্তুষ্ট হন, নেকী বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী ঠিক রাখে। (জামউল জাওয়ামি’ লিসুসুয়তী, ৫ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৮৬৭) \* হযরত সাযিদ্দুনা ইমাম শাফেয়ী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: চারটি জিনিস আকল তথা জ্ঞান বৃদ্ধি করে: অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, মিস্ওয়াকের ব্যবহার, নেক্কার লোকদের সংস্পর্শ এবং নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা) \* মিস্ওয়াক

পিলু, যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিজ্ঞ গাছের হওয়া চাই। \* মিস্‌ওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা এটা সুন্নাত পালনের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন, অথবা পাথর বা ভারী জিনিস দিয়ে বেধেঁ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “বাহারে শরীয়াত” ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব ‘সুন্নাত ও আদব’ হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।  
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুনাতের ভরা ইজতিমায়  
পাঠিত ৬ টি দরুদ শরীফ

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের দরুদ শরীফ :

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

১) (বুয়ুর্গরা বলেছেন :যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমারাতের )বৃহস্পতিবার দিবাগত  
রাতের (এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে,মৃত্যুর সময়  
ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ষিয়রাত লাভ করবে এবং কবরে  
রাখার সময়ও,এমনকি সে এটাও দেখবে যে ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ  
وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমত ভরা হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৫১ থেকে সংক্ষেপিত(

২) ( সমস্ত গুনাহ ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

হযরত সায্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত তাজদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
ইরশাদ করেন :যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে  
দাড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ  
ক্ষমা করে দেয়া হবে। )প্রাণ্ডক্ত পৃষ্ঠা-৬৫(

৩) (রহমতের সত্তরটি দরজা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :

যে এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তবে তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে  
দেয়া হবে।

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ أَحَدًا (এক হাজার দিনের নেকী

হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত ,ছরকারে মদীনা  
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন :এই দরুদ পাঠকারীর জন্য সত্তর জন  
ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত সাওয়াব লিখতে থাকেন। )মাজমাউয  
যাওয়াইদ,খন্ড-১০,পৃষ্ঠা-২৫৪,হাদীস নং-১৭৩(

) ৫ (ছয় লক্ষ দরুদ শরীফের সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً  
دَائِمَةً بَدْوَامٍ مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحِمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের নিকট থেকে বর্ণনা  
করেন :এই দরুদ শরীফকে একবার পাঠ করার দ্বারা ছয় লক্ষ দরুদ শরীফ  
পাঠ করার সাওয়াব লাভ হয়।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সাযিয়্যাদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৪৯(

)৬( নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নৈকট্য:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসল তখন হযুর আনোয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
তাকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন।  
এতে সাহাবায়ে কিরাম الرَضْوَانُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত  
লোকটি কে !যখন ঐ লোকটি চলে গেল তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
ইরশাদ করলেন :সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন  
এটাই পড়ে। )আল ক্বাউলুল বদী,পৃষ্ঠা-১২৫)